দৈনিক ইত্তেফাক

MAR. 1 4 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬

এসএসসি পরীক্ষায় বিশৃংখলা সৃষ্টি হইলেই কেন্দ্র বাতিল

রেজানুর রহমান ॥ আগামীকাল বৃহস্পতিবার হইতে শুরু দেশের ৭টি শিক্ষা বোর্ডে ২০০১ সালের এসএসসি পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য নজিরবিহীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। সারাদেশে ৮ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৪৫ জন (২য় পৃষ্ঠায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

এসএসসি পরীক্ষায়

(১ম পৃঃ পর)

ছাত্র-ছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশ নিবে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সবচাইতে বেশী, ২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬২০ জন। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৬২০ জন, কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১ লক্ষ ১২ হাজার ৫৬৩ জন, যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১ লক্ষ ২ হাজার ২৪১ জন, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৭৫ হাজার ৫১ জন, নবগঠিত বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৫৬ হাজার ৫৩৩ জন এবং সিলেট শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২৯ হাজার ৯৯ জন পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নিবে।

পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সকল বোর্ডের পক্ষ হইতে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীরা এইবার নিজস্ব স্কুলে পরীক্ষা দিতে পারিবে না। পরীক্ষা চলাকালে প্রতিটি কেন্দ্রের চারিপার্শ্বে সতর্ক প্রহরা বসানো হইবে। পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া বহিরাগত কোন ব্যক্তি পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারিবে না। দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়া অন্য কোন শিক্ষক-শিক্ষিকাও ইচ্ছা করিলে কোন কেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলে নকল করার সময় ধরা পড়িলে তাহাকে বহিষ্কার করা হইবে। ভুয়া পরিচয় দিয়া কেহ পরীক্ষায় অংশ নিলে তাহার কারাদন্ড অথবা অর্থদন্ড হইবে। পরিদর্শক হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা নকলে সহায়তা করিলে তাহাকে বহিষ্কার/বেতন-ভাতাদি বন্ধ অথবা চাকুরীচ্যুত করা হইতে পারে। পরীক্ষা চলাকালে প্রশ্নপত্র সম্বলিত কোন কাগজপত্র অথবা পরীক্ষার জন্য প্রণীত হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা ধারণা দায়ক কোন কাগজ যে কোন উপায়ে ফাঁস, প্রকাশ অথবা বিতরণ করা হইলে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কারাদন্ড অথবা অর্থদন্ড করা হইবে। নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ সত্ত্বেও যদি কোন কেন্দ্রে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ কেন্দ্র বাতিল করা হইবে। নূতন ভেন্যুতে এই কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের পরবর্তী পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। ছাত্রনেতা অথবা রাজনৈতিক পরিচয়ে কেহ পরীক্ষার হলে ঢোকার সুযোগ পাইবেন না।

উল্লেখ্য, এই প্রথমবারের মত এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। এ+গ্রেড, প্রাপ্ত নম্বর ৮০ বা তদূর্ধ্ব; পয়েন্ট ৫, এ গ্রেড প্রাপ্ত নম্বর ৬০-৭৯, পয়েন্ট ৪, বি গ্রেড প্রাপ্ত নম্বর ৫১-৫৯, পয়েন্ট ৩, সি গ্রেড প্রাপ্ত নম্বর ৪১-৫০, পয়েন্ট ২, ডি গ্রেড প্রাপ্ত নম্বর ৩৩-৪০, পয়েন্ট ১, এফ গ্রেড, প্রাপ্ত নম্বর ০-৩২, পয়েন্ট -০।

পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ সত্ত্বেও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কমে নাই। দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে পাওয়া খবরে জানা গিয়াছে, এই প্রথমবারের মত বিভিন্ন স্থানে নকল বিরোধী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কমিটি গঠিত হইলেও নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে অনেকেরই মনোভাব স্পষ্ট নয়। বিভিন্ন স্থানে গাইড বই ও নোটের ক্ষুদ্র আকারের ফটোকপি সংগ্রহ করা হইতেছে। ঢাকা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা বলিয়াছেন, এইবার গাইড বই দিয়া কাজ হইবে না। যাহারা পড়াশুনা করিয়াছে তাহারা অবশ্যই পরীক্ষায় ভাল করিবে।